أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book#.70) www.motaher21.net

لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا

" কাফিরদের মত কথাবার্তা বলোনা"

" Don't talk like the unbelievers"

সুরা: আলে-ইমরান

আয়াত নং :-১৫৬

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَ مَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

হে ঈমানদারগণ! কাফেরদের মতো কথা বলো না। তাদের আত্মীয়স্বজনরা কখনো সফরে গেলে অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে (এবং সেখানে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে) তারা বলে, যদি তারা আমাদের কাছে থাকতো তাহলে মারা যেতোনা এবং নিহত হতো না। এ ধরনের কথাকে আল্লাহ তাদের মানসিক খেদ ও আক্ষেপের কারণে পরিণত করেন। নয়তো জীবন-মৃত্যু তো একমাত্র আল্লাহই দান করে থাকেন এবং তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপের ওপর তিনি দৃষ্টি রাখেন।

১৫৬ নং আয়াতের তাফসীর:

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে মুনাফিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে নিষেধ করছেন। তাদের বিশ্বাস ছিল আমরা যুদ্ধে না গেলে মারা যাব না। তাই তারা তাদের ভাই তথা অন্যান্য মুনাফিকদের সম্বন্ধে বলেছিল, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে যদি তারা আমাদের কথা শুনে যুদ্ধে না যেত তাহলে মারা যেত না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ أَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا)

"যারা গৃহে বসে স্বীয় ভাইদের সম্পর্কে বলছিল, যদি তারা আমাদের কথা মান্য করত তবে নিহত হত না।" (সূরা আলি-ইমরান ৩:১৬৮)

পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তোমরা মৃত্যু বরণ কর অথবা শহীদ হও উভয় অবস্থাতেই তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে তার বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে স্বসস্ত্র যুদ্ধ করে, হত্যা করে ও নিহত হয়।" (সূরা তাওবাহ ৯:১১১)

সুতরাং মুনাফিকদের মত মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ থেকে পিছনে থাকার কোন সুযোগ নেই। বরং একজন মু'মিন সর্বদা বিশ্বাস করবে আল্লাহ তা'আলা জীবন-মৃত্যুর মালিক, আমার ভাগ্যে মৃত্যু থাকলে ঘরে থাকলেও হবে, জিহাদে গেলেও হবে। অতএব মৃত্যুর ভয় না করে মুসলিম দলনেতা জিহাদে আহ্বান করলে তাতে শরীক হওয়া আবশ্যক।

অর্থাৎ একথাগুলো সত্য নয়। এর পেছনে কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহর ফায়সালাকে কেউ নড়াতে পারে না। এটিই সত্য। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং সবকিছুকে নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করে, তাদের জন্য এ ধরনের আন্দাজ অনুমান কেবল তাদের আক্ষেপ ও হতাশাই বাড়িয়ে দেয়। তারা কেবল এই বলে আফসোস করতে থাকে, হায়! যদি এমনটি করতাম তাহলে এমনটি হতো।

ঈমানদারদেরকে সেই বিভ্রান্তিকর আকীদা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে, যা কাফের ও মুনাফিকরা পোষণ করত। কারণ, এই বিশ্বাসই হল ভীরুতার মূল কারণ। পক্ষান্তরে যখন এই বিশ্বাস জান্মাবে যে, জীবন ও মরণ আল্লাহর হাতে এবং মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, তখন মানুষের মধ্যে সাহসিকতা এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার উৎসাহ সৃষ্টি হবে।

যদি তারা যুদ্ধের ময়দানে না গিয়ে বাড়িতেই বসে থাকত, তাহলে মৃত্যুর কবলে পড়া থেকে বেঁচে যেত --এ রকম ভ্রান্ত আকীদা আন্তরিক অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, মৃত্যু তো সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরেও আসে। মহান আল্লাহ বলেন, [أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ] "তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরে অবস্থান কর তবুও।" (সূরা নিসা ৪:৭৮ আয়াত) কাজেই এই অনুতাপ থেকে মুসলিমরাই রক্ষা পেতে পারে। কারণ, তাদের আকীদা সঠিক ও শুদ্ধ।

সুদ্দী বলেন, এখানে দেশে দেশে সফর করা বলে, ব্যবসা করা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন আবী হাতেম] অর্থাৎ মুনাফিকদের যখন কোন লোক মারা যেত, তখন তারা বলত: যদি আমাদের কথা শুনতো এবং যুদ্ধে বের না হতো তবে তারা মারা যেতো না। বস্তুত মুনাফিকরা যুদ্ধের আগেই তাদের ভাইদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিত। অন্য আয়াতে এসেছে, "যারা ঘরে বসে রইল এবং তাদের ভাইদেরকে বলল যে, তারা তাদের কথামত চললে নিহত হত না" [সূরা আলে ইমরান: ১৬৮]

আরও এসেছে, "যারা পিছনে রয়ে গেল তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতেই আনন্দ বোধ করল এবং তাদের ধনসম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপছন্দ করল এবং তারা বলল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না" [সূরা আত-তাওবাহঃ ৮১]

আরও এসেছে, "আল্লাহ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা বাধাদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, 'আমাদের দিকে চলে এসো'। তারা অল্পই যুদ্ধে যোগদান করে" [সূরা আল-আহযাব: ১৮]

আরও এসেছে, "তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করবেই। তোমাদের কোন মুসীবত হলে সে বলবে, 'তাদের সংগে না থাকায় আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন" [সূরা আন-নিসা:৭২]

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. কাফিরদের সাথে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল অবস্থায় সাদৃশ্য রাখা হারাম।

২. অতীতের বিষয়ে অনুশোচনা কেবল দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি করে, সুতরাং ভবিষ্যত জীবনে কল্যাণের চেষ্টা করবে এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য চাইবে।

৩. শহীদদের অনেক মর্যাদা রয়েছে, অন্যতম হল প্রথমেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

সুরা: আলে-ইমরান

আয়াত নং :-১৪৯

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা তাদের ইশারায় চলো, যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তাহলে তারা তোমাদের উল্টো দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১৪৯ নং আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করা থেকে সতর্ক করছেন। যদি তাদের অনুসরণ কর তা হলে তোমাদেরকে তারা পশ্চাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলার এ ভবিষ্যতবাণীর বাস্তবতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিশ্বব্যাপী সর্বত্র মু'মিনরা আজ ক্ষতিগ্রস্ত। এর কারণ হলো তারা মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও অমুসলিমদের অনুসরণে জীবন যাপন করছে। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি সর্বত্রই অমুসলিমদের অনুসরণ করার ফলে সর্বত্র ক্ষতিগ্রস্থ। এ অবস্থা হতে মুক্তি পেতে হলে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পূর্ণ ইসলামী জীবনে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের পরিপূর্ণভাবে ইসলামের দিকে ফিরে আসার তাওফীক দান করুন, আমীন।

(سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ)

'যারা অবিশ্বাস করেছে, আমি অতি সত্বর তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমাকে পাঁচটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্ববর্তী কোন নাবীকে প্রদান করা হয়নি। ১. শত্র"রা এক মাসের দূর থেকে আমাকে ভয় করবে- এ দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। ২. আমার

জন্য সারা পৃথিবী মাসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম করে দেয়া হয়েছে। ৩. আমার জন্য গনীমতের মাল বৈধ করে দেয়া হয়েছে। ৪. আমাকে শাফাআত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ৫. প্রত্যেক নাবীকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ে প্রেরণ করা হয়েছিল আর আমাকে সারা পৃথিবীর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী হা: ৪৩৮)

(وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ)

"আর (উহুদের ময়দানে) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করেছেন।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্যের ওয়াদা দিয়েছিলেন। বারা বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের দিন আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হলে আবদুল্লাহ বিন জুবাইরকে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তীরন্দাজ বাহিনীর নেতা নিযুক্ত করে এক জায়গায় তাদেরকে মোতায়েন করলেন এবং বললেন, সর্বাবস্থায় তোমরা এখানে অবস্থান করবে। যদি তোমরা দেখ যে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা জয় লাভ করেছি তখনও এখান থেকে নড়বে না। কিংবা যদি দেখো যে, আমাদের ওপর তারা (মুশরিকরা) বিজয়ী হয়েছে তবুও তোমরা আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এ স্থান ত্যাগ করবে না। অতঃপর তাদের সাথে আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম। তারা পরাজিত হয়ে পালাতে শুরু করল। এমনকি আমরা দেখতে পেলাম মুশরিকদের মেয়েরা দৌড়ে দৌড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছার ওপর থেকে টেনে তোলায় পায়ের নলগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। আবুদল্লাহ বিন জুবাইয়ের নেতৃত্বাধীন তীরন্দাজ বাহিনীর লোকেরা ঐ সময় বলতে শুরু করল, হে সাথীরা! চল গনীমত সংগ্রহ করি। আবদুল্লাহ (রাঃ) তীরন্দাজদেরকে নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু সবাই তা অমান্য করল ফলে বিজয় পরাজয়ে রূপ নিল এবং সত্তরজন শহীদ হলেন। (সহীহ বুখারী হা: ৩৭৪১)

إِذْ تُصْعِدُوْنَ

কাফিরদের হঠাৎ আক্রমণের ফলে মুসলিমদের মধ্যে যে ছত্রভঙ্গ অবস্থা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং তাদের অনেকেই যে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যান এখানে করুণ সেই চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে।

(وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْ أُخْرَاكُمْ)

নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কিছু সাথীসহ পিছনে ছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে ডাক দিয়ে বলছিলেন, "আল্লাহর বান্দারা" আমার দিকে ফিরে এসো। "আল্লাহর বান্দারা" আমার দিকে ফিরে এসো। কিন্তু সে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতে তাঁর ডাক কে শুনে?

অর্থাৎ যে কুফরীর অবস্থা থেকে তোমরা বের হয়ে এসেছো, তারা আবার তোমাদের সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। ওহোদের পরাজয়ের পর মুনাফিক ও ইহুদীরা মুসলমানদের মধ্যে একথা প্রচার করার চেষ্টা করছিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ যদি সত্যি সত্যিই আল্লাহর নবী হয়ে থাকেন, তাহলে যুদ্ধে পরাজিত হলেন কেন? তিনি তো একজন সাধারণ লোক। তাঁর অবস্থাও সাধারণ লোকদের থেকে আলাদা নয়। আজকে জিতে গেলেন আবার কালকে হেরে গেলেন। এই তাঁর অবস্থা। তিনি তোমাদেরকে আল্লাহর যে সাহায্য ও সহযোগিতার নিশ্চয়তা দিয়ে রেখেছেন, তা নিছক একটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক) ki

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে তোমাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে চাও?

১৪৪ নং আয়াতের তাফসীর:

এ আয়াতের শুরুতেই মহান আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে মু'মিন ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

মু'মিন মু'মিন ছাড়া কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না। এ সম্পর্কে সূরা বাকারাহ ও আলি ইমরানে আলোচনা করা হয়েছে। যদি মু'মিনরা আল্লাহ তা'আলার এ আদেশ ভঙ্গ করে অন্য কোন বিধর্মীদের সাথে সম্পর্ক করে তাহলে মু'মিনদের নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার দলীল কায়েম হয়ে যাবে, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন।

তারপর সকল বিশ্বাসগত মুনাফিকদের ঠিকানার কথা বলছেন, তারা জাহান্নামের অতল তলে থাকবে। তবে যারা নিফাকী বর্জন করে তাওবাহ করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নিয়েছে, আল্লাহ তা'আলাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে এবং আমল সংশোধন করে নিয়েছে তারা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মহা প্রতিদান দেবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি নিজের দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করে বলছেন, তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কী করবেন যদি তোমরা ঈমান আন ও শুকরিয়া আদায় কর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা চান না কোন বান্দাকে জাহান্নামে দিতে। কিন্তু বান্দারাই নিজেদের কর্মের কারণে জাহান্নামে যাবে।

যে ব্যক্তির মাঝে চারটি জিনিস আছে সে চারটি জিনিস তার উপকারে আসবে। চারটি জিনিস হল: শুকরিয়া আদায় করা, ঈমান আনা, দু'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর তিনটি জিনিস কোন ব্যক্তির মাঝে থাকলে সে তিনটি জিনিস তার ক্ষতির কারণ হবে। তিনটি জিনিস হল: চক্রান্ত করা, ফাসাদ সৃষ্টি করা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। (তাফসীর কুরতুবী ৫/৩২১)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মু'মিন ব্যতীত অন্যদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা হারাম।

২. কাফিরদের আচার-আচরণ, বেশ-ভূষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার নামান্তর।

৩. তাওবাহ পূর্বের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেয়।

৪. আল্লাহ তা'আলার ন্যায়পরায়ণতা জানতে পারলাম যে, তিনি কারো বিরুদ্ধে দলীল প্রমাণিত না হলে শাস্তি দেবেন না।

৫. আল্লাহ তা'আলার দয়ার প্রশস্ততার কথা জানতে পারলাম।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ

হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি কিতাবীদের মধ্য হতে কোন দলের কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর আবার তোমাদেরকে কাফির বানিয়ে ছাড়বে।

১০০ নং আয়াতের তাফসীর:

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে আহলে কিতাবদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ মু'মিনদের ওপর কোন কল্যাণ নাযিল হোক এটা তারা চায় না; বরং তারা চায় মুসলিমরা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসুক, নিজেদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদে লেগেই থাকুক, তারা মুরতাদ হয়ে যাক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًاۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ)

"আহলে কিতাবের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হবার পর তারা তাদের অন্তর্নিহিত বিদ্বেষবশত তোমাদেরকে ঈমান আনার পরে মুরতাদ বানাতে ইচ্ছা করে;" (সূরা বাকারাহ ২:১০৯)

ইয়াহূদীদের চক্রান্ত ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ কত জঘন্য তা সুস্পষ্ট হয়ে যায় এ ঘটনা থেকে- একদা আউস এবং খাযরাজ নামক দু'টি আনসার গোত্র কোন এক মাজলিসে এক সাথে বসে আলাপ-আলোচনা করছিল। ইত্যবসরে শাস বিন কাইস নামক একজন ইয়াহূদী তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের পারস্পরিক এ সৌহার্দ দেখে হিংসায় জ্বলে উঠল। এটা সে সহ্য করতে পারল না। যারা একে অপরের চিরশত্র" ছিল, সর্বদা বিবাদে লিপ্ত থাকত তারা আজ ইসলামের বরকতে দুধে চিনির মত পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। সে একজন যুবককে দায়িত্ব দিল যে, তুমি তাদের মাঝে গিয়ে সেই 'বুআস' যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দাও, যা হিজরতের পূর্বে তাদের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল এবং সে যুদ্ধে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যে বীরত্ব প্রকাশক কবিতাগুলো পড়েছিল, তা ওদেরকে শুনাও। সে যুবক গিয়ে তা-ই করল। ফলে উভয় গোত্রের পূর্বের আক্রোশ-আগুন পুনরায় জ্বলে উঠলো এবং পরস্পরকে গালি দিতে লাগল। এমন কি অস্ত্র ধারণের জন্য একে অপরকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। তারা আপোষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বললেন: আমি তোমাদের মাঝে থাকতেই এমন শুরু করে দিয়েছ? তখন তারা ভুল বুঝতে পেরে অস্ত্র-সস্ত্র ছেড়ে পরস্পর গলাগলি ধরে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। বলা হয় এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (ফাতহুল কাদীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা কিভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফরী কর অথচ তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার আয়াত তেলাওয়াত করা হয় এবং তোমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদ্যমান রয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ج وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ)

"তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছ না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনতে আহ্বান করছে এবং তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তোমরা যদি বিশ্বাস করতে।" (সূরা হাদীদ ৫৭:৮)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন সাহাবীদেরকে বললেন, কোন্ মু'মিনের ঈমান তোমাদের কাছে আশ্চর্য মনে হয়? তারা বলল: ফেরেশতা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কেন তারা ঈমানদার হবে না অথচ তারা তাদের রবের নিকট থাকে। তারপর তারা নাবীদের কথা উল্লেখ করল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাদের কাছে ওয়াহী আসে, তাদের ঈমানে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তারপর তারা বলল, তাহলে আমরা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি তোমাদের কাছে রয়েছি, অতএব তোমাদের ঈমানও কোন আশ্চর্য নয়। তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তাহলে কারা? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তারা হল এমন সম্প্রদায় যারা পরবর্তীতে আসবে, তারা কিতাব পাবে আর তাতে ঈমান আনবে। (সনদটি ইবনে মাসউদ পর্যন্ত সহীহ, তাফসীর ইবনে কাসীর, ২/৯৪)

সুতরাং ইয়াহূদীদের চক্রান্ত থেকে সাবধান, তাদের কাজ মুসলিমদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করে দিয়ে তাদের মাঝেই হানাহানি সৃষ্টি করা।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের অনুসরণ করলে আমরা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাব।

২. মুসলিমদের প্রতি ইয়াহূদীদের বিদ্বেষ কিভাবে তাদেরকে উস্কানি দিয়ে পরস্পরের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করে ধ্বংস করা যায়।

৩. কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরলে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকা যাবে, তাই আকীদা ও আমল সকল ক্ষেত্রে একমাত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে হবে, অন্য কোন মত ও পথ নয়।